ধর্মের ফাঁদ

ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায়

গত ১৭ মার্চ রফিক জ্যাকেরিয়া 'এশিয়ান এজ' পত্রিকায় 'হোয়াট শ্যুড মুসলিমস ডু নাউ' নামে একটি প্রবন্ধ না লিখলে অ
ামি হয়তো এইভাবে লেখার কথা ভাবতেই পারতাম না। ১৯৯২ থেকে রামমন্দির আর বাবরি মসজিদ নিয়ে দেশে যে
ন্যক্ক ারজনক ঘট না ঘটে গেল, সেটা যখনই ভাবতে বসি, তখনই শিউরে উঠি। কিন্তু ভারতের বুকে একটা ক্রুদ্ধ জনতা
একটা গোটা মসজিদ ভেঙে দেয় কী করে, আবার সেই মসজিদ ভাঙাকে কেন্দ্র করে ভারতে কয়েকশ লোক মরে। বাংল
াদেশে পাল্টা মন্দির ভাঙা শু হয়। কাগজে পড়লাম, সেই তারই জের টেনে এবার সরস্বতী পুজোর সময় বাংলাদেশে
অনেক সরস্বতী প্রতিমা ভেঙে ফেলা হয়েছে।

ভারতে হিন্দু- মুসলমানের মধ্যে তেমন কোন সম্প্রীতি কোনকালেই ছিল না। তবে ব্যাপক বিদ্বেষ ও হানাহানিও ছিল না।
যখনই দিল্লীর তখতে কোন উদার সম্রাট বসেছেন (যেমন আকবর) অথবা প্রদেশের নবাব হয়েছেন কোন উদার মুসলমান
শাসক (যেমন হুসেন শাহ) তখন দেশজুড়ে সম্প্রীতির আবহাওয়া তৈরি হয়েছে। আবার যখন অনুদার, ধর্মান্ধ এবং মৌলব
াদে ৰ্বাসী কেউ বসেছেন, অমনি সম্প্রীতি নষ্ট হয়েছে।

ভারতীয় মুসলমানদের অধিকাংশই ধর্মান্তরিত । এঁদের মধ্যে একটা বড় অংশ ধর্মান্তর গ্রহণ করেন মনের জ্বালা মেটাতে।
এঁরা ছিলেন নিম্নবর্গের হিন্দু। বর্ণাশ্রমধর্মী হিন্দু সমাজ এঁদের অচ্ছুৎ করে রেখেছিল। এই সামাজিকশ্রেণী বিভাজন ইউরে
াপেও ছিল। কিন্তু সেটা ছিল মূলতঃ অর্থনৈতিক কারণে। ভারতের মত এটি বংশভিত্তিক ছিল না। অচ্ছুতের ছেলে
অর্থকৌলিন্য অর্জন করে এলিট হবার সুযোগ ছিল। ভারতে যারা মুসলিম হল, তাদের আর্থিক দুর্গতি কিন্তু ঘুচল না। য
ারা গরিব ছিল, তারা গরিবই থেকে গেল। আজও ভারতের গরিব সম্প্রদায়ের মেজরিটি মুসলমান ও নিম্নবর্গের হিন্দু।
তবে মুসলমানেরা ধর্মান্তরিত হয়ে দেখল, তাদের মধ্যে হিন্দুদের মত মোটা দাগের জাতিভেদ নেই। জাতিভেদ মুসলমানের
মধ্যেও আছে, তবে সেটা নিয়ে এখন আলোচনা করতে চাই না। ইসলামে একজনই পয়গম্বর, একজনই উপাস্য। একটি ম
াত্র ধর্মগ্রন্থ। সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসও সরল। বিয়ে,শাদি থেকে সমস্ত সামাজিক অনুষ্ঠানের মধ্যে কোন জটিলতা নেই।
ধর্মত্যাগ করা, কঠিন হলেও,ধর্মান্তরিত হওয়া খুব সোজা। ইসলাম ধর্মান্তকরণে উৎসাহ দিত। অন্যদিকে হিন্দু,
বৌদ্ধ,জৈন- সমস্ত ভারতীয় ধর্মই ছিল নানা আচার - অনুষ্ঠান- জটিলতায় ভরা। হিন্দুধর্মে ধর্মান্তর করা নিষিদ্ধ শুধু
নয়,ধর্মান্তরিত হিন্দুর আর স্বধর্মে ফিরে আসার কোন উপায় ছিল না। এসব কারণে ভারতে ধর্মান্তরের সংখ্যা ক্রমশ ব
াড়তেই থাকে। তদুপরি প্রায় হাজার বছর ধরে মুসলিম শাসকেরা ধর্মান্তরে উৎসাহ দিয়ে গেছেন। ষোড়শ শতকে ভক্তিব
াদীরা না এলে নিম্নবর্গের বাকি হিন্দুরাও মুসলমান হয়ে যেতেন বলে অনুমান করা যায়।

ধর্মান্তরিত মুসলমানরা আর হিন্দুরা পরস্পরের বিদ্ধে ঘৃণা, উপেক্ষা ও বিচ্ছিন্নতাবোধ নিয়ে বাস করে এসেছে। তবে দাঙ্গ
া- টাঙ্গা বড় একটা হত না। পরস্পর পরস্পরের অবস্থানকে মেনে নিয়েছিল। পরস্পরের প্রতি সহযোগিতাও ছিল। গোলম
ালটা চরমে উঠল গত শতাব্দীর গোড়ার দিকে । ইংরেজকে তাড়াবার জন্য যে স্বাধীনতা আন্দোলন সু হয়ে গেল, তার
পুরোভাগে ইংরাজি শিক্ষিত এলিট ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত হিন্দু। তিলক থেকে শু করে অরবিন্দ সবাই হিন্দুত্বের স্বপ্ন
দেখতেন। মুসলিমদের মধ্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে ওঠেনি। বুদ্ধিজীবীর সংখ্যাও তেমন ছিল না। তাঁরা আশংকা করতে ল

াগলেন, ইংরেজ চলে গেল হিন্দুরাই শাসক হয়ে ফিরে আসবে। এই ধারণা থেকে বিচ্ছিন্ন সাম্প্রদায়িক মনোভাবের সৃষ্টি হল। আর তখনই শু হল মুসলমান মৌলবাদীদের রাজনীতিতে প্রবেশ পালা। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে জাতীয়তাব াদী ধারার মধ্যে অনেক মুসলমানও ছিলেন। নেতাজীর আজাদ হিন্দ ফৌজ তো হিন্দু-মুসলমান-খ্রিস্টান সৈনিকদের সম্মিলিত বাহিনী। নেতাজী যদি ভারতে ঢুকতে পারতেন ও ক্ষমতা দখল করতে পারতেন, তাহলে অবস্থাটা অন্যরকম দাঁড় াতে পারত। কারণ সেটা হত মিলিটারি গভর্নমেন্ট । কিন্তু ভারতীয় রাজনীতিতে মহম্মদ আলি জিন্নার প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম মৌলবাদের প্রচ্ছন্ন শক্তি আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। মুসলিম লিগ প্রতিষ্ঠা হবার পর তার পাল্টা হিন্দু মৌলব াদী সংগঠনগুলিও পরিপুষ্ট হতে লাগল।

তারপরের ঘটনা সবার জানা। পাকিস্তানের সৃষ্টি। ধর্মের ভিত্তিতে দেশ ভাগ হয়ে গেল। মুসলিম মৌলবাদীরা পাকিস্তানকে ঘাঁটি করে তাদের কাজকর্ম চালিয়ে যেতে লাগল। হিন্দু মৌলবাদীরাও বসে থাকার পাত্র নয়। এরই ফলে রামমন্দির নির্ম াণের মত সামাজিক তাৎপর্যহীন একটা ইস্যু আজ ভারতের সবচেয়ে বড় ইস্যু হয়ে উঠেছে।

রফিক জাকেরিয়া তাঁর এই প্রবন্ধের গোড়াতেই বলেছেন, গোধরায় ট্রেনের ভেতর হিন্দুযাত্রীদের যে পুড়িয়ে মারা হল, সেটা এক শ্রেণীর মুসলিম দুষ্কৃতির প্ররোচনা ছিল। সেটাই ছিল গুজরাতে সংখ্যালঘু নিধনের পিছনের প্ররোচনা। কিন্তু এর ফলে মুসলমানদের ক্ষতিই হল সবচেয়ে বেশি।

পাকিস্তান ভারতে হিন্দুমুসলমান সম্প্রীতি নষ্ট করার জন্য তার জন্মথেকেই চেষ্টা করছে। পাকিস্তানকে দু'টুকরো করার পিছনে ছিল ভারত। পাকিস্তান সেটা ভোলেনি। কাশ্মীর-দখল যখন প্রায় সম্পূর্ণ, তখন ভারতীয় সৈন্য গিয়ে তা বানচাল করে দিয়েছে। পাকিস্তান তা ভোলেনি। ভারতের হাতে পরমাণু বোমা।পাকিস্তান তা জানে। ভারত দক্ষিণ এশিয়ায় এক শক্তিধর রাষ্ট্র এবং অনেক ব্যাপারে চিনের সমকক্ষ। পাকিস্তান তা জানে। ভারতকে দুর্বল করার ব্যাপারে পাকিস্তানের পিছনে আছে আমেরিকা, চিন আর ব্রিটেন। সুতরাং এ ব্যাপারে পাকিস্তানের টাকার অভাব নেই। যতদিন পাকিস্তান থ াকবে, ততদিন সে ভারতকে ধনে-প্রাণে শেষ করে যাবে।

ভারতে বসবাসকারী মুসলমানেরা অধিকাংশই পাকিস্তানের এই কাজ সমর্থন করেন না।এঁরা খেয়ে-পরে-সুখে-শান্তিতে বেঁচে থাকতে চান। এঁরা বহু প্ররোচনা সত্ত্বেও পাকিস্তানে চলে যান নি। নিজের জন্মভূমিকে ভালবাসেন বলেই ভারতে রয়ে গিয়েছেন। কিন্তু এঁরাই আজ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত। এঁদের মধ্যে এখনও শিক্ষার হার কম। মেয়েদের মধ্যে তো আরও কম। দারিদ্রও এঁদের মধ্যেবেশি। মুসলমান রাজনীতিবিদরা এঁদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করেন নি,হিন্দুমেয়েদের মত মুসলিম নারীও যাতে সমান অধিকার ভোগ করতে পারেন, তার চেষ্টা না করে বরং তার বিরোধিতা করেছেন। সবসময় তাঁদের সন্দেহবাদী করে তুলেছেন এবং শিখিয়ে এসেছেন, এই দেশে তাদের ধর্ম বিপন্ন এবং তাঁদের নিরাপত্তাও বিপন্ন। তথাকথিত সেকুলারপন্থী হিন্দু রাজনীতিবিদরাও মুসলমানদের ক্ষেপিয়ে তুলছেন। এর মধ্যে যুক্ত হয়েছে পাকিস্তানের প্ররোচনা।অসংখ্য ধবংসাত্মক পরিকল্পনা। এর ফলে হিন্দু মৌলবাদীদের হাতে তুপের তাস চলে আসছে।

হিন্দু মৌলবাদ কেন? আমার দৃঢ় ধারণা, এর পিছনেও আই. এস.আই.- এর মত বিদেশি শক্তির হাত থাকা অসম্ভব নয়। কারণ হিন্দু মৌলবাদীদের ক্ষেপিয়ে তাদের দিয়ে ইসলাম-বিরোধী যদি কিছু করিয়ে নেওয়া যায়, তাহলে সেটি মুসলিম সমাজকে হিন্দুদের বিদ্ধে প্ররোচিত করে তুলবে। এর ফলে ভারত হয়ে উঠবে আর- একটা ইস্রায়েল। ভারতের অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও জনজীবন ত্রমশ বিপন্ন হয়ে পড়বে। হিন্দু মৌলবাদী সংগঠনগুলি এত টাকা কোথা থেকে পাচ্ছে, ও নিয়ে যদি কখনও তদন্ত হয়, তাহলে এদের পিছনে বাঁধা সুতো কাদের হাতে, তা ধরা পড়বে।

পৃথিবীতে মৌলবাদ ও সন্ত্রাসবাদ এখন কোটি কোটি টাকার ব্যবসা। রাজনৈতিক দলগুলিও এই আন্তর্জাতিক খেলোয় াড়দের হাতে খেলে চলেছে। তাতে এদের সুবিধে ক্ষমতা দখলের জন্য ভোটের দরকার। ভোটে র জন্য চাই অস্ত্র, গুন্ডা অ ার টাকা। তার যোগান দিচ্ছে ওইসব চক্র। তা না-হলে কোথায় মন্দির-মসজিদ হবে, তা নিয়ে তার জন্য কোটি কোটি ট াকা খরচ হয়! এত লোকের প্রাণ যায়? যারা মারা গেল, তারা তো নিরীহ লোক। এঁদের মৃত্যুতে রাজনীতি আর ধর্মের লোকদের কি এসে গেল? কারণ এরা তো উলুখাগড়াই।

রফিক জাকেরিয়া মুসলমান সমাজকে তাদের চিন্তাধারার পরিবর্তন ঘটাতে বলেছেন। সব ব্যাপারে জেদ করে বসে থ াকলে, আর কথায় কথায় জেহাদ করলে শেষমেষ তাদেরই ক্ষতি। তাদের ভবিষ্যতের কথা ভেবেই তাদের সমঝোতা

করতে হবে। আমিও সে কথা হিন্দু মৌলবাদীদের বলব। হিন্দু ধর্মে মৌলবাদের কথা নেই। যেমন ইসলামেও নেই।তোমাদের যারা কট্টর হতে প্ররোচিত করছে , তারা কেউ ধার্মিক নয়। তারা ভন্ড।

উভয় ধর্মের মানুষকেই মনে রাখতে হবে, হিন্দু-মুসলমান ঐতিহাসিক নানা কারণেএতদিন বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিল। সে সব দিন এখন চলে গেছে। এই ঝিায়নের যুগে সহযোগিতাই হচ্ছে বড় কথা। টিকি, দাড়ি, ফোঁটা, তিলকের আর দিন নেই। আন্তর্জাতিক পোশাক-আশাক, আন্তর্জাতিক খাদ্যচি, আন্তর্জাতিক জীবনযাপন পদ্ধতি - সবকিছুই এখন একটি সুনির্দিষ্ট মানের আধুনিক জীবনধারার মধ্যে এসে ঠেকেছে। এখানে মানুষের পরিচয় হচ্ছে তার শিক্ষায়, তার মননে, তার উন্নত ধরনের জীবনযাত্রায়। ধর্মীয় পরিচয় এখন ত্রমশ অবান্তর ও অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ছে। তবু ধর্মকে ব্যবসা করে বেঁচে থাকতে চাইছে এক শ্রেণীর মানুষ। কারণ এটাই তাদের রাজনৈতিক স্বার্থ। আপনিকি জেনেশুনে তাদের ফাঁদে পা দেবেন?

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com